বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ ২য় পর্যায় প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

Empowered lives.
Resilient nations.

৮ মার্চ ২০১৯, আন্তর্জাতিক নারী দিবস

Think equal, build smart, innovate for change

ন্যায়বিচার প্রাপ্তি এবং বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে গ্রাম আদালতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার সহজ করা এবং গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

যেসব নারী গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধ মীমাংসায় ভূমিকা রাখছেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ। একই সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় নারী প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি আহবান রইল।

বিচারপ্রার্থী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ

জুলাই ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৮

২২,৫৪৭
নথিভুক্ত মামলা

১৭,৭৪২
মামলা নিষ্পত্তি

১৬,৩৬১
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

এই সময়ে নারী বিচারপ্রার্থীরা মোট ১৮ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন

গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় মালতী রানীর সক্রিয় অংশগ্রহণ

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার হাতুড় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি মালতী রানী। বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের পক্ষ থেকে ২০১৭ সালে গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর থেকে তাঁর ইউনিয়নে গ্রাম আদালত সক্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

পক্ষগণের মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে বিচারিক প্যানেলের সদস্য হিসেবেও তিনি ইতিমধ্যে স্থানীয় জনগণের আস্থা অর্জন করেছেন। ২০১৭ সালের জুলাই থেকে এ পর্যন্ত মোট ২২টি মামলায় মালতী রানী বিচারিক প্যানেলের সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। এই ২২টি মামলার মধ্যে নারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা ছিল ১১টি, বাকি ১১টি মামলার আবেদনকারী পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও মালতীকে তারা তাদের পক্ষের সদস্য মনোনীত করেছেন।

মালতী রানী বলেন, *"গ্রাম আদালতের বিচারকার্যের সময় আবেদনকারী, প্রতিবাদী, সাক্ষী সকলের কথা শুনি। নারীরা যাতে তাদের কথাগুলো বলতে পারে তার জন্য সাহস দেই, তারা যাতে সঠিক বিচার পায় সেজন্য সঠিক তথ্য তুলে ধরি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দৃঢ়ভাবে আমি আমার মতামত দেই। এতে করে নারীদের ন্যায্যবিচার পাওয়া সহজ হয়।"* তিনি আরও বলেন, *"প্রথম প্রথম মামলার আবেদনকারী বা প্রতিবাদীরা আমাকে সদস্য করার জন্য আস্থা পেতনা। পুরুষ সদস্যরাও খুব একটা গুরুত্ব দিতনা। মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আমার মতামত শুনতে চাইত না। কিন্তু বিচারের কাজে আমার ভূমিকা দেখে শুধু নারীদেরই নয়, পুরুষদেরও এখন আস্থা তৈরি হয়েছে।"*

গ্রাম আদালতের বিচারক হিসেবে ভূমিকা পালনের অনুভূতি সম্পর্কে মালতী বলেন, *"প্যানেল সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করার সময় গর্ব লাগে। পরিবারে এবং সমাজে আগের চেয়েও এখন বেশি সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালবাসা পাচ্ছি।"*

১০,৩৭৩
মনোনীত প্রতিনিধি

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ

(জুলাই ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৮)

১০,৩৭৩ জন নারী বিরোধীয় পক্ষের মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে ৯,৪১৬টি মামলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন

মাদারীপুরের শেলিনা বেগমের কাছে গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সম্মান ও আনন্দের

মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের দত্ত কেন্দুয়া গ্রামের পরিচিত একটি নাম শেলিনা বেগম। বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের পক্ষ থেকে আয়োজিত বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির নিয়মিত একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে তিনি হয়ে উঠেছেন গ্রাম আদালতের একজন সক্রিয় সমর্থক।

গত ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ৯টি মামলায় গ্রাম আদালতের বিচারিক প্যানেলের সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, *"নারী প্যানেল সদস্য হিসাবে তাঁর উপস্থিতিতে নারী বিচারপ্রার্থীরা খুব সহজে ও নিরপেক্ষতার সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ পেয়েছেন।"*

গ্রাম আদালতের বিচারক হিসাবে মানুষের উপকার করে যেমন আনন্দ পাচ্ছেন, নারী হিসাবে বিষয়টি তাঁর জন্য সম্মানের বলেও মনে করেন তিনি। তাঁর মতে, *"সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলের বিশেষ করে, নারীর মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়া হলে বিচার ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি হবে।"*

শেলিনা বেগম বলেন, *"গ্রাম আদালতের শুনানি শেষে পক্ষদ্বয়ের বক্তব্যের পর প্যানেল সদস্যরা যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আলোচনা করেন তখন সেই আলোচনায় অংশ নেই। নিজের মতামত ব্যক্ত করি। প্যানেলের অন্য সদস্যরাও আমার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যখন কোনো বিচার ন্যায়সঙ্গত হয় বা সঠিক হয় তখন স্থানীয় জনগণ আমাকে ধন্যবাদ জানায়, প্রশংসা করে। ফলে আমার আস্থার জায়গাটা আরো বেড়ে গেছে।"*